NOV. 1 6 2000

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

সম্পাদকীয়

বারোটি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়!

দেশে ১২টি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন। বাকিগুলোর ব্যাপারে নাকি শিগগিরই ঘোষণা দেয়া হবে।

বর্তমানে সারাদেশে ১টি মাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেটি একধরনের খ্যাতি অর্জন করেছে ভিন্ন কারণে। প্রধানমন্ত্রী যেগুলোর ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলো বিশেষ কিছু এগোয়নি। এখন সবগুলো মিলিয়ে ১২টির ব্যাপারে আইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। আইনগুলো ইতোমধ্যে আইন মন্ত্রণালয় থেকে ভেটিং করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সংসদের চলতি অধিবেশনেই বিল উত্থাপন করা হবে।

বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবকটি পুরনো দিনের (তথাকথিত বৃহত্তর) জেলা সদরে কমপক্ষে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তার বাইরেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরো দু' এক জেলায় এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল ও পটুয়াখালীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর প্রথম ৩টির নামকরণও হয়ে গেছে। এছাড়াও রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, রংপুর, নোয়াখালী, পাবনা, যশোর, বরিশাল ও বগুড়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের সকল 'বৃহত্তর জেলায়' অন্তত ১টি করে বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে। তাতে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি নয়, এলাকাভিত্তিক সুষম উন্নয়নেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। নীতিগতভাবে এ সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হচ্ছে, এখনই এক সঙ্গে ১২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নাও হতে পারে। চলতি পাঁচসালা পরিকল্পনায় ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। আরও দু' একটি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে। 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের আমলে বাস্তব অগ্রগতি অতি সামান্যই। সরকারের মেয়াদের ৪ বছর পর এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া কর্মনিষ্ঠতার পরিচায়ক নয়।

বর্তমানে দেশে 'বিশ্ববিদ্যালয়' নাম দিয়ে বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোতে দু' চারটি মাত্র বিষয় পড়ানো হচ্ছে প্রধানত খণ্ডকালীন শিক্ষকদের দ্বারা। এগুলোতে পড়ার ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এবং ছাত্রসংখ্যাও নগণ্য। তবু এগুলো একটু-আধটু প্রয়োজন মেটাচ্ছে এবং বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরা উন্নত পরিবেশে দু চারটা বিষয় শিখছে। কিন্তু দেশের উচ্চশিক্ষার বৃহত্তর প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুন নতুন 'সরকারি' বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাই যতটা সম্ভব দ্রুত স্থাপন করা দরকার।

যে কোন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন একটা ব্যয়বহুল ব্যাপার। সিলেটে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে যেয়ে সরকার তা টের পেয়েছে। অন্য যেগুলোর ব্যাপারে ইতোমধ্যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, সেগুলোর কার্যক্রম শুরু না হওয়ার প্রধান কারণ কি অর্থাভাব? বিএনপি আমলে যে ৫টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেগুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। কবে পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হবে তা কেউ বলতে পারেন না। এ ব্যাপারে অর্থ ও জনবল দুটিই সমস্যা।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সমস্যা শুরু হয় জমি অধিগ্রহণ থেকে। তবে উপযুক্ত শিক্ষক এবং 'বিজ্ঞান' ও 'প্রযুক্তি' শিক্ষা দেয়ার জন্য যে বিপুল পরিমাণ সাজ সরঞ্জাম দরকার তা তিলে তিলে ধৈর্য সহকারে সংগ্রহ করতে হয়। ১২টি তো দূরের কথা বর্তমান পাঁচসালা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ৬টির জন্য অর্থসংস্থান কিভাবে হবে এবং প্রতিবছরের বাজেটে কত করে বরাদ্দ থাকতে হবে তা পরিষ্কার না হলে কাজ এগুনো কঠিন হবে।

বর্তমানে দেশের 'সরকারি' বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে আসনসংখ্যা অনেক বাড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশৃংখলার জন্য এটাও একটা বড় কারণ। অতএব, এদের ওপর থেকে চাপ কমিয়ে নেওয়ার জন্য যেভাবেই হোক নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য টাকা-পয়সার যোগাড় থাকা উচিত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যতই বাড়ানো হোক না কেন এগুলো যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতে পারবে না তা বোধহয় প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।